দৈনিক জনকণ্ঠ

JUN. 29 2002

ছাত্র শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের লক্ষ্যে সরকার পরিকল্পিত ব্যবস্থা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে

শরিফুজ্জামান পিন্টু

ছাত্র রাজনীতির লাগাম কি শেষ পর্যন্ত টেনে ধরা হচ্ছে? তিহাত্তরের অধ্যাদেশে দেশের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক রাজনীতির যে সুযোগ তাও কি গুটিয়ে নেয়া হবে? শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টে ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের সুপারিশ করার পর এ প্রশ্নটি ঘুরেফিরে আসছে। দু'-এক সপ্তাহের মধ্যে ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি বন্ধসহ শিক্ষা সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশমালা দেয়া হবে প্রধানমন্ত্রীকে। সরকারী ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি আট মাস ধরে স্থগিত রাখা এবং তা প্রত্যাহারের আপাতত সম্ভাবনা না থাকার পিছনেও ছাত্ররাজনীতি বন্ধের ইঙ্গিত খুঁজছেন অনেকে।

জানা যায়, ছাত্র ও শিক্ষক রাজনী
সরকারের মধ্যে কৌশল নির্ধারণ চলছে। হুট করে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা সম্ভব নয় এবং তা করতে গেলে বিরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে–এই বাস্তবতাকে মাথায় রেখে ধীরেসুস্থে এগোচ্ছে এই পদক্ষেপ। বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার এক মাসের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হল দখল, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করে। জোট সরকারের এক শ' দিনের কর্মসূচীতে শিক্ষা সংস্কার জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। ছাত্রদলের কর্মকাণ্ড স্থগিত থাকা এবং শিক্ষা বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পরামর্শের মধ্যে যোগসূত্র খোঁজা হচ্ছে। ৪৬ সদস্যের শিক্ষা সংস্কার...

(১১ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

ছাত্র শিক্ষক রাজনীতি

(১২-এর পাতার পর)

বিশেষজ্ঞ কমিটিতে যাঁরা ছিলেন তাঁদের প্রায় সবাই দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য এবং বর্তমান সরকারের মতাদর্শে বিশ্বাসী শিক্ষাবিদ ও শিক্ষক নেতা। ছাত্রদল ক্যাডারদের দ্বন্দ্বে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রী সনি হত্যাকাণ্ডের পর ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে জনমনে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে সেটির পরিপ্রেক্ষিতে কমিটির সুপারিশ বেশ আলোচনা সৃষ্টি করেছে। বুয়েট থেকেই সর্বপ্রথম ছাত্র রাজনীতি বন্ধের ঘোষণা আসতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তা ছাড়া বুয়েটের '৬২ সালের অধ্যাদেশে স্পষ্ট বলা আছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া ছাত্র রাজনীতি এমনকি মিছিল-সমাবেশ পর্যন্ত করা যাবে না। দেশে একমাত্র খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি নিষিদ্ধ। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের একটি সমিতি গঠন করায় ছাত্রদের পক্ষ থেকে রাজনীতি করার সুযোগ প্রদানের দাবি উঠেছে।

ছাত্র রাজনীতি প্রসঙ্গে বুয়েটের উপাচার্য ড. নূরুদ্দীন আহমদ বলেন, বর্তমান ধারায় ছাত্র রাজনীতি থাকা উচিত নয়। তা সত্ত্বেও হুট করে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে জাতীয় ঐকমত্য প্রয়োজন। উল্লেখ্য, শিক্ষা সংস্কার বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটি জাতীয় ঐকমত্যের ওপর গুরুত্ব দিয়ে ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের সুপারিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করতে যাচ্ছে। উপাচার্য বলেন, তাঁরা যখন ছাত্র ছিলেন, তখন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সবাই সম্মান করত। আর এখন ভয় পায়। এটা খুবই দুঃখজনক বলে তিনি অভিহিত করেন।

শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যক্ষ মাজহারুল হান্নান বলেন, শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস দূর করতে, সমাজে ছাত্র ও শিক্ষকদের ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনতে এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে পারলে সুফল পাওয়া যাবে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের স্থগিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাহাবুদ্দিন লাল্টু বলেন, ছাত্ররাজনীতি বন্ধ হবার মতো প্রেক্ষাপট এখনও তৈরি হয়নি। এখনও দেশে ছাত্র রাজনীতির যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। তিনি প্রশ্ন করেন, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হলে জাতীয় নেতা বা নেত্রী সৃষ্টি হবে কিভাবে? কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন প্রসঙ্গে লাল্টু বলেন, তারেক জিয়া দলের নেতৃত্বে আসার পর সবকিছু যেমন দ্রুত হচ্ছে তেমনি, ছাত্রদলের কমিটিও দ্রুত ঘোষণা করা হবে।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মারুফা আক্তার পপি বলেন, ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে যে কোন ষড়যন্ত্রের জবাব রাজপথে দেয়া হবে। তিনি বলেন, সরকারী ছাত্র সংগঠনের চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাস বন্ধ করতে না পেরে গোটা ছাত্র রাজনীতির ওপর দোষারোপ এবং তা বন্ধের যে কোন পদক্ষেপ ছাত্রসমাজ মেনে নেবে না।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, সরকার যত কথা বলুক ছাত্র রাজনীতি বন্ধের সাহস পাবে না। সব দল কোনদিন এ ব্যাপারে একমত হবে না এবং ছাত্র রাজনীতি বন্ধও করতে পারবে